গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা | ৫ মে - ১১ মে ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি
মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

৫ আগস্ট ২০২২ - ৫ আগস্ট ২০২৩

মহান নেতার শিক্ষা থেকে

‘‘আমরা এই যে কথাটা বলি, ‘আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি এবং কালেক্টিভলি কাজ করব’, এর মানে হল— যেভাবে বললাম, সেই ভাবে কমিটিতে আলাপ-আলোচনা করে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ প্রত্যেকে যখন তার দায়িত্বের ওপর, রাজনৈতিক প্রোগ্রামের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আলোচনাকে একটা সামগ্রিক সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে, তখন তা হল কালেক্টিভ। তারপর যখন সেই সিদ্ধান্ত

সাতের পাতায় দেখুন

পদকজয়ী মহিলাদেরও রেহাই মিলছে না বিজেপি শাসনে

দেশের হয়ে যাঁরা আন্তর্জাতিক পদক জিতেছেন, সেই মহিলা কুস্তিগিররা আন্দোলনে নেমেছেন তাঁদের উপর চলা যৌন হয়রানির প্রতিকার এবং দোষীদের শাস্তি চেয়ে। তাঁদের অভিযোগ রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (ডব্লিউএফআই) সভাপতি এবং বিজেপির বাহুবলী সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধেই। এই আন্দোলনে এখন উত্তাল ক্রীড়াজগত। তাঁদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে ডব্লিউএফআই-এর সভাপতি ও কিছু কোচ মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। নির্যাতিতদের মধ্যে নাবালিকাও রয়েছে।

প্রতিবাদকারী কুস্তিগিরদের মধ্যে কারা রয়েছেন? অলিম্পিক পদকজয়ী বজরং পুনিয়া, কমনওয়েলথ গেমসে তিনবার স্বর্ণপদকজয়ী বিনেশ ফোগট, রিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী সাক্ষী মালিক সহ প্রায় শ’দুয়েক প্রথম সারির পুরুষ ও মহিলা কুস্তিগির। বিনেশ ফোগট যন্তর মন্তরে ধরনা মঞ্চে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, জাতীয় ক্যাম্পে থাকাকালীন যৌন নির্যাতনের মুখে পড়েছেন এমন অন্তত দশ-বিশ জন মেয়ে আমার কাছে এসে তাঁদের খারাপ অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। অত্যন্ত নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসা এসব মেয়েদের রুটি-রুজির একমাত্র ভরসা এই রেসলিং। সাসপেন্ড করা হবে, প্রতিযোগিতায় নামতে দেওয়া হবে না বা খাবারের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়ে যে কোনও দিন ডোপিং-এর অভিযোগে তাদের নিষিদ্ধ করা হবে এই ভয়ে রেসলাররা রাতের পর রাত ঘুমাতে পারেন না, কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারেন না।

কিন্তু একসময় অত্যাচারের বাঁধ ভেঙে মানুষ প্রতিবাদী হয়। আজ তাই ঘটেছে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নির্যাতিতা হতে হতে মহিলা ক্রীড়াবিদরা আজ সোচ্চার হয়েছেন। সমস্ত ভয়কে জয় করে তাদের বিরুদ্ধে ঘটা অত্যাচারের কাহিনি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরছেন। কিংবদন্তি ক্রিকেটার কপিল দেব থেকে শুরু করে বীরেন্দ্র সেহবাগ, নীরজ চোপড়া, অভিবন বিন্দ্রার মতো ভারতের বিখ্যাত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, অভিনেতা সনু সুদ প্রকাশ্যে

পাঁচের পাতায় দেখুন

কুস্তিগিরদের দিল্লির অবস্থানে এআইডিএসও। ২৭ এপ্রিল

কলকাতায় সংহতি মিছিল

ভোট রাজনীতি কালিয়াগঞ্জের পরিস্থিতিকে বিষাক্ত করে তুলেছে

উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে এক নাবালিকার মৃত্যু ও তাকে ঘিরে শাসক তৃণমূল ও বিজেপি নেতৃত্বের ভূমিকা থেকে জনমনে নানা প্রশ্ন উঠছে। ২১ এপ্রিল কালিয়াগঞ্জের মালগাঁ অঞ্চলের গাঙ্গুয়া গ্রামের ওই কিশোরীর নিথর দেহ পাওয়া যায় ওই গ্রামেরই এক পুকুর ধারে। দেহ পাওয়ার পরই পরিবারের সদস্যরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ জানতে, দোষীদের শাস্তি ও ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার হন গ্রামবাসীরা। ময়না তদন্তের আগেই পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আত্মহত্যার কাহিনি প্রচার করা হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষ পুলিশের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, পুলিশের প্রতি অবিশ্বাসও দানা বাঁধতে থাকে। উচ্চ পদস্থ অফিসারদের নির্দেশে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ দ্রুত পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার সময় জনতার সঙ্গে পুলিশ বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে

কালিয়াগঞ্জের ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে রায়গঞ্জে মিছিল। ২৯ এপ্রিল

দুয়ের পাতায় দেখুন

মহান মে দিবস জিন্দাবাদ

১ মে মহান মে দিবস উপলক্ষে কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ। বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ ও শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা সহ অন্য নেতা-কর্মীরা।

ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

কেন্দ্রীয় সরকার ৮০০টিরও বেশি ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাসপাতালে ওষুধের তালিকা থেকে বহু ওষুধ ছাঁটাই করা হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছেন। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং প্রোগ্রেসিভ মেডিক্যাল প্র্যাকটিসনার্স নদীয়া জেলা কমিটি ২৬ এপ্রিল চিফ মেডিক্যাল অফিসারের কাছে দাবিপত্র দেয়।

এ আই ইউ টি ইউ সি জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন

২৭ মার্চ এআইইউটিইউসির তৃতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রাজগঞ্জে, প্রয়াত কমরেড ইদ্রিস আলি এবং কমরেড সুব্রত দত্তগুপ্ত নামাঙ্কিত মঞ্চে। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, প্রধান অতিথি ছিলেন এসইউসিআই (সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য এবং প্রাক্তন জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক ও সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অভিজিৎ রায়। কমরেড জীবন সরকারকে সভাপতি এবং কমরেড নাসিরউদ্দিন মোহাম্মদকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ৮ জনের সম্পাদকমণ্ডলী, ১২ জনের কার্যকরী কমিটি এবং ২০ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়ার দাবি মাদারিহাটে

২৭ এপ্রিল এআইইউটিইউসি অনুমোদিত শ্রমিকদের সংগঠন এনবিটিপিইইউ সহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের জয়েন্ট ফোরামের পক্ষ থেকে মাদারিহাট বিএলএলআরও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাঁরা দাবি করেন, চা বাগান বাসিন্দাদের পাট্টা দিয়ে ভূমির অধিকার দিতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের লিজ হোল্ড জমিকে ফ্রি হোল্ড করে দেওয়া আইনকে বাতিল করতে হবে। চা-বাগানের জমিকে ট্যুরিজিমের আওতায় আনা চলবে না। বিক্ষোভ মিছিল মাদারিহাট গার্লস স্কুল ময়দান থেকে বিএলএলআরও অফিসে পৌঁছায়। নেতৃত্ব দেন জয়েন্ট ফোরামের পক্ষে মৃণালকান্তি রায়, রবি লোহার, গোপাল খেস, বিপ্তি ওঁরাও, সুধীস্ট বড়াইক, সুভাষ লোহার ও শঙ্কর দাস প্রমুখ।

টোটো চালক ইউনিয়নের থানা ডেপুটেশন

সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২৮ এপ্রিল দার্জিলিংয়ের খড়িবাড়ি ব্লক অফিস ও থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। চালকদের অবিলম্বে পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতি, নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড, প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ সহ অন্যান্য দাবিতে এই ডেপুটেশনে ১০০-র বেশি টোটো চালক অংশগ্রহণ করেন। বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এআইইউটিইউসি-র জেলা ইনচার্জ জয় লোধ ও সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রাম। খড়িবাড়ি ইউনিটের পক্ষে প্রাণনাথ সরকার, পূর্ণ দাস, গৌতম সরকার ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন।

জীবনাবসান

কলকাতার বড়িশা অঞ্চলের এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রবীণ কর্মী কমরেড সুধাংশু চন্দ বার্ধক্যজনিত কারণে কয়েক বছর অসুস্থ থাকার পর ১৮ এপ্রিল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড আশিস দণ্ড ও বড়িশা লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড প্রবীর চক্রবর্তী হাসপাতালে পৌঁছান। সেখানে থেকে মরদেহ তাঁর জোকা কালিতলা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। অঞ্চলের কর্মীরা, আত্মীয়পরিজন ও প্রতিবেশীরা মাল্যদান করেন।

কমরেড সুধাংশু চন্দ '৮০-র দশকের শেষভাগে ভাষা-শিক্ষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দলের সঙ্গে যুক্ত হন। তখন তিনি রেলের কর্মজীবন থেকে অবসরগ্রহণ করেছেন। সেই সময় থেকেই তিনি দলের একজন সাধারণ কর্মীর মতোই সব কর্মসূচিতেই অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর শান্ত মেজাজ ও গুছিয়ে কাজ করার পদ্ধতি সকলের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। ভাষা-শিক্ষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় প্রাথমিকে বৃত্তি পরীক্ষার শুরুর দিনগুলিতে পরীক্ষা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি দিকগুলি পরিশ্রম করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিতেন ও অন্যদের শেখাতেন। স্নেহের পরশে সকলকে কাছে টেনে নিতেন ও আত্মীয়তে পরিণত করতে পারতেন। কর্মক্ষম থাকাকালীন তিনি দলের সদস্যপদও লাভ করেছিলেন। নীরব ও নিষ্ঠাবান মানুষ হিসাবে অঞ্চলের কর্মী ও সাধারণ মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় মেসোমশাই হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একনিষ্ঠ এক বিপ্লবী কর্মীকে হারাল।

কমরেড সুধাংশু চন্দ লাল সেলাম

কালিয়াগঞ্জ

একের পাতার পর

যায় এবং হঠাৎ পুলিশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। পুলিশ লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায়। শুধু তাই নয়, জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে, সম্পূর্ণ অমানবিক ভাবে মৃতদেহ টেনে-হিঁচড়ে তুলে নিয়ে যায়।

এই বর্বরোচিত আচরণ যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই শিউরে উঠেছেন। মানুষ হতবাক, ক্রুদ্ধ! রাজ্যে প্রশাসনের প্রধান হিসাবে এবং পুলিশমন্ত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী এর দায় কোনওভাবেই এড়াতে পারেন না। জেলা জুড়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এই ক্ষোভকে ভোটের বাক্সে কাজে লাগাতে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়ে বিজেপি। তারা ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করে তোলে, সঙ্গে যোগ দেয় আরএসএস এবং তাদের আইটি সেল। তারা ইনিয়ে-বিনিয়ে নাটক তৈরি করে সোস্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে ক্রমাগত উত্তেজিত করে তোলে হিন্দু ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে। ঠিক একই রকম ভাবে মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরির লক্ষ্যে সরকার ও প্রশাসন একে ব্যবহার করেছে। রাজবংশী, তফসিলি ও আদিবাসী সংগঠনের সমন্বয় কমিটির নামে থানা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে বিজেপি ও আরএসএস। কালিয়াগঞ্জ বরাবর শান্তিপ্রিয় শহর। দু-দলের ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির চক্রে পড়ে ভয়াল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। থমথমে পরিবেশের মধ্যে দিনযাপন করতে হচ্ছে কালিয়াগঞ্জবাসীদের। শ্রমজীবী মানুষের রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ মানুষ এ পরিবেশ চায় না, বিদ্বেষ চায় না, চায় শান্তি। কালিয়াগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শান্তনু দেবগুপ্ত বলেন, 'ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত। এমন ঘটনা কখনওই কাম্য নয়। শান্তির পরিস্থিতি বজায় রাখতে রাজনৈতিক দলগুলির শুভবুদ্ধির উদয় হওয়া দরকার।' (আনন্দবাজার -২৬ এপ্রিল'২৩)

ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কুরুচিকর মন্তব্য করায় মানুষ আরও ক্ষিপ্ত। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে প্রশাসনের শীর্ষে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শান্তিপ্রিয় নাগরিকেরা সু-পরামর্শ, গঠনমূলক পদক্ষেপ আশা করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী, উস্কানিমূলক, প্ররোচনামূলক বক্তব্য রাখলেন, বললেন 'পুলিশ কি চুড়ি পরেছিল?' এই বক্তব্যের পরই পুলিশ অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তল্লাসির নাম করে বিয়ে বাড়িতে বেড়াতে আসা মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে (৩৩ বছর) পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করে। এর দায় মুখ্যমন্ত্রী এড়াতে পারেন কি?

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ স্বভাবগত ভাবেই সহজ সরল। বহু যুগ ধরেই দুই ধর্মের মানুষ পাশাপাশি সহ অবস্থান করছে। একই আঙিনায়—মন্দির-মসজিদ পাশাপাশি রয়েছে। মুসলিমদের ধর্মীয় জলসা কমিটির সম্পাদক হিন্দু যুবক, আবার দুর্গাপূজা, কালীপূজা কমিটির সম্পাদক মুসলিম যুবক। বিয়ে বাড়িগুলোতে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একই সঙ্গে আমন্ত্রিত থাকেন। এ নিয়ে কোনও সমস্যা হয় না। এখানে বহু দিন থেকে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী। ধর্ম এখানে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে মিশে থাকে, কোনও বাধার কারণ হয় না।

তা হলে এই মানুষগুলিকে কেন বারবার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হচ্ছে? কেন প্রাণ যাচ্ছে নিরীহ মানুষের? কখনও দাড়িভিটে, কখনও রায়গঞ্জের তাহেরপুরে, কখনও চোপড়ায়, কখনও কালিয়াগঞ্জের মালগাঁ— প্রত্যেকটা ঘটনার তদন্ত করলে, যুক্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করলে, সঠিক কারণ পরিষ্কার হবে। এই ঘটনা প্রবাহ থেকে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে তা হল—

১) পুলিশের দৈনন্দিন আচরণে অভব্যতা, ঘুষ দুর্নীতির কারণে পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকেছে, ২) মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা, হাতের কাছেই মাদক, মোবাইলের মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিত পর্নোগ্রাফি কিশোর-কিশোরীদের বিপথগামী করছে, ৩) উত্তরবঙ্গে যে কোনও ভাবে ভোটে জিততে মরিয়া সংসদীয় বিরোধী দল বিজেপি সমাজকে আরও বিষাক্ত করছে, ৪) ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে তৃণমূলও প্রশাসনকে কখনও নিষ্ক্রিয়, কখনও অতিসক্রিয় করছে, ৫) পুলিশকে দলদাস হিসাবে ব্যবহার করার যে ট্র্যাডিশন কংগ্রেস শাসনে, সিপিএম শাসনে ছিল, তৃণমূল শাসনেও তা পুরোমাত্রায় বহাল রয়েছে।

ভোটের স্বার্থে দুই দলের মাধ্যমে এই যে দুষ্ট রাজনীতি কালিয়াগঞ্জে পরিস্থিতি বিষাক্ত করে তুলছে তার বিরুদ্ধে এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তদন্ত দাবি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৮ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়ে কালিয়াগঞ্জের ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান।

কালিয়াগঞ্জে এক নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর (যাকে ধর্ষণ করে হত্যা হিসাবে সন্দেহ করার সাধারণ মানুষের যথেষ্ট কারণ আছে) যে নারকীয়তার সাথে তার দেহকে পুলিশ টানতে টানতে নিয়ে গেছে তা কোনও সভ্য সমাজে ঘটতে পারে না।

প্রয়োজন ছিল জনগণের ন্যায্য ক্ষোভকে মূল্য দিয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়া ও দোষী পুলিশদের শাস্তি দেওয়া। কিন্তু প্রশাসন তা করল না। বরং পুলিশের ওই নারকীয় আচরণের জন্য প্রশাসন যে সামান্যতম লজ্জিত নয় তার প্রকাশ দেখা গেল গতকাল গভীর রাতে যখন পুলিশ থানা আক্রমণকারীদের গ্রেফতারের নামে বাড়ি বাড়ি গেল, যাকে খুঁজতে গেল তাকে না পেয়ে তার বাবা ও জামাইকে ধরে গাড়িতে তুলতে গেল এবং সে কাজে বাধা পেয়ে গুলি চালিয়ে তার ভাইকে খুন করল। কোনও সুস্থ প্রশাসন এ কাজ করতে পারে না। রাজ্য সরকারের সরাসরি নির্দেশেই পুলিশ এ কাজ করেছে বলে আমরা মনে করি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনার কাছে আমাদের দাবি ● নাবালিকার মৃত্যু ও পুলিশের গুলি চালনার তদন্ত করতে হবে, ● ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পুলিশের অবিলম্বে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, ● সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবিগুলি পূরণ করতে হবে, ● এলাকায় সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে ও পুলিশি দমন-পীড়ন বন্ধকরতে হবে।

শোষণমুক্তির সংগ্রামে সামিল হতে শেখায় মহান মে দিবস

কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল বছরে ২ কোটি চাকরি দেবে, রাজ্য সরকার ১০ লক্ষ। সেই চাকরির পরিবর্তে তেলেভাজা-ঘুগনি-পকোড়া ভাজার পরামর্শ অনেক দিন আগেই দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী। নতুন সরকারি-বেসরকারি চাকরি দেওয়া দূরের কথা, ২০২০ সালে কোভিড লকডাউনের সময় এই দেশে কাজ হারিয়েছেন ১২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ, যাদের অনেকেই সেই কাজ আর ফিরে পাননি। তারপরেও লে-অফ, লকআউট, ছাঁটাই চলছেই। যাদের কাজ আছে, তাদেরও তীব্র গরমে দৈনিক ১০/১২/১৪ ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। 'স্কিম ওয়ার্কার'দের সরকারি স্বীকৃতি নেই। তাই উপযুক্ত বেতন, পেনশন, ন্যায্য ছুটি পাওয়ার অধিকারও নেই। বাইক-ট্যাক্সি চালক কিংবা ডেলিভারি বয়দের দুর্দশার অন্ত নেই। সমস্ত ক্ষেত্রে স্থায়ী কর্মীর বদলে নিয়োগ হচ্ছে অস্থায়ী কর্মী। গিগ কর্মীদের উপর জুলুম মাত্রা ছাড়িয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে নতুন তাৎপর্য নিয়ে আবার উপস্থিত হয়েছে ঐতিহাসিক মে দিবস।

উনিশ শতকের কথা। ইউরোপ, আমেরিকা জুড়ে স্থাপিত হচ্ছে অজস্র কল-কারখানা। শ্রমিকের ঘাম-রক্ত নিংড়ানো খাটুনির বিনিময়ে মালিকের লাভের পাহাড় উঁচু হচ্ছে। ১২-১৪ ঘণ্টা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে মিলত সামান্য মজুরি। দৈনিক শ্রমের সময় কমানোর দাবিতে বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠল আন্দোলন। তারই ধারাপথে ৮ ঘন্টা শ্রমদিবসের দাবিতে ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিক শ্রেণি এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছিল। সেদিন চার লক্ষেরও বেশি শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বয়স্ক, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ, স্থানীয়-প্রবাসী, সংগঠিত-অসংগঠিত সকল অংশের শ্রমিকরা অংশ নেন মিছিলে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষার প্রাচীর ভেঙে সেই আন্দোলনের উত্তাপ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ৩ মে ম্যাককর্মিক রিপার কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমাবেশে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৬ জনকে হত্যা করে। এরই প্রতিবাদে পরদিন ৪ মে হে মার্কেটে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন অগাস্ট স্পাইস, অ্যালবার্ট পার্সনস, স্যামুয়েল ফিল্ডেন প্রমুখ শ্রমিক নেতা। সেই শান্তিপূর্ণ শ্রমিক সমাবেশে রাতের অন্ধকারে মালিকদের পোষা পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলিতে মৃত্যু হয় আরও ৪ শ্রমিকের। আন্দোলন স্তব্ধ করতে এর পর শুরু হয় বিচারের প্রহসন। ফাঁসি দেওয়া হয় শ্রমিক নেতা অগাস্ট স্পাইস, অ্যালবার্ট পার্সন, এডলফ ফিশার এবং জর্জ এঙ্গেলকে। পাঁচ শহিদের মৃতদেহ নিয়ে শেষযাত্রার মিছিলে সামিল হন ৬ লক্ষের বেশি শ্রমিক। তাঁরা দাবি তোলেন— শ্রমিক নেতা অস্কার নিব, স্যামুয়েল ফিল্ডেন, মাইকেল শোয়াব-এর মুক্তি চাই। শ্রমিক আন্দোলনের চাপে সরকার তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৮৯৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রতি বছর ১ মে দিনটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে পালিত হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৯০ সালের ৪ মে (তখনকার সিদ্ধান্ত অনুসারে মে মাসের প্রথম রবিবার) লন্ডনের হাইড পার্কে শ্রমিকদের এক বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। মে দিবসের সংগ্রামের অমর শহিদ অগাস্ট স্পাইস অসীম সাহসের সঙ্গে আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "তোমরা যদি ভেবে থাক যে আমাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করবে— তবে ফাঁসি দাও। কিন্তু এই স্ফুলিঙ্গ থেকে যে আগুন জ্বলবে, তা তোমরা নেভাতে পারবে না কিছুতেই।" মে দিবস উদযাপন তাই আনুষ্ঠানিকতা নয়। দেশে দেশে শ্রমিকের শোষণ মুক্তির সংগ্রামকে তীব্র করাই এর লক্ষ্য।

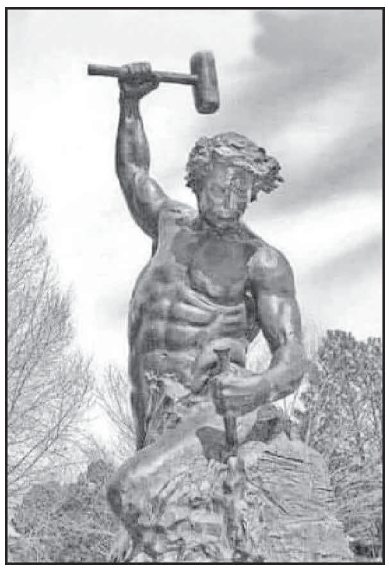

একমেরু বিশ্বে পুঁজির শোষণ নির্মম

মে দিবসের মহান সংগ্রামের পর ১২৭ বছর পার হয়ে গেছে। গত শতকে বিশ্বের বুকে শ্রমিক শ্রেণির যে রাষ্ট্রগুলি সৃষ্টি হয়েছিল তাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল মানুষের কাজের অধিকার ছিল, উপযুক্ত মজুরি ছিল, বেকারত্ব ছিল না, ছাঁটাই ছিল না। সকল কর্মীর রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত ছিল। কর্মীদের ছুটি, স্বাস্থ্যের অধিকার, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, তাদের সন্তানদের জন্য ক্রেশ, অসুস্থদের জন্য স্যানেটোরিয়ামের সুযোগ, অবসর জীবনে উপযুক্ত পেনশন, কাজ করতে গিয়ে অঙ্গহানি ঘটলে সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ফলে সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে গভীর আগ্রহ গড়ে ওঠে। সমাজতন্ত্রের প্রতি এই আকর্ষণ থেকে চোখ ঘোরাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি 'জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে'র মুখোশ পরে। শ্রমিকদের কিছু অধিকারের স্বীকৃতি তারা দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয়ের পর আজ দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সেই বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে একমেরু বিশ্বে শ্রমিক শোষণ আজ তীব্র, নির্মম, ভয়ঙ্কর। সেই শোষণের ফলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমছে, সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। তার ফলে জনসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার বিপরীতে শিল্প ভুগছে অতিরিক্ত-উৎপাদনের মারণ ব্যাধিতে। অর্থনৈতিক মন্দা গোটা বিশ্ব-পুঁজিবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

কোভিড অতিমারীর সময় ভারতে পুঁজিপতিদের মুনাফা অটুট রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক লক্ষ কোটি টাকা তাদের অনুদান দিলেও শ্রমিকদের প্রায় কিছুই জোটেনি। ওই সময়ে প্রতি ঘণ্টায় আম্বানি ৯০ কোটি টাকা লাভ করলেও দেশের শ্রমজীবী মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছেন। এর পরেও চলছে লক্ষ লক্ষ ছাঁটাই, কর্মী সঙ্কোচন। রেল, ব্যাঙ্ক, ডাক, বিমা, বিমান, পরিকাঠামো— সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বেসরকারি মালিকদের কাছে বেচে দেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশ কর্মী স্থায়ী। ৮৫ শতাংশ অস্থায়ী কর্মী অনেক কম বেতনে কাজ করেন। চটকলে মালিকরা এখন প্রস্তাব দিচ্ছে ৮ ঘণ্টার পর আরও ৪ ঘণ্টা 'বাধ্যতামূলক' ওভারটাইম করতে হবে। কিছু কর্মীর কাজের সময় ১২ ঘণ্টা করেও দেওয়া হয়েছে। চা-বাগানগুলিতেও চলছে নির্মম শোষণ। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে দেড় লক্ষ চা শ্রমিকের দৈনিক বেতন মাত্র ২৫০ টাকা, মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা। অথচ চা-বাগানের মালিকরা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ওই শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়েই।

সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকেরা খাতায়-কলমে যেটুকু সুযোগ পান, অসংগঠিত ক্ষেত্রে সেটুকুও নেই। অথচ সরকারের বিন্দুমাত্র নজর নেই। এই রাজ্যে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের সময় থেকেই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এইসব কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। গ্রীষ্মের প্রবল দাবদাহের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে যে নির্মাণ-কর্মীরা কাজ করেন, তাঁদের জন্যও কোনও সরকারি সুরক্ষা নেই। পাথর ক্র্যাশারগুলোতে কিংবা অ্যাসবেস্টস কারখানায় ফুসফুসের দুরারোগ্য সিলিকোসিস, অ্যাসবেস্টোসিস ইত্যাদি রোগে যে শ্রমিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের উপযুক্ত শারীরিক সুরক্ষা সরঞ্জাম দেওয়া বা বিমা করানো, ওই শিল্পগুলিতে সুরক্ষা-বিধি মেনে চলতে মালিকদের বাধ্য করা— কোনও কিছুতেই সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই।

এর পাশাপাশি রয়েছে স্কিম ওয়ার্কারদের বঞ্চনার কাহিনী। আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মিড ডে মিল কর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি নেই। নেই ন্যায্য বেতন, ছুটির অধিকার, অবসরকালীন পেনশন সহ অন্যান্য সুযোগ। মিড ডে মিল কর্মীদের এমনকি বছরে ১২ মাস খাটিয়ে মাত্র ১০ মাসের বেতন দেওয়া হয়।

বর্তমানে বাইক ট্যাক্সি বা ক্যাব চালক, ডেলিভারি-কর্মীদের মতো বেশ কিছু নতুন ধরনের কর্মী সৃষ্টি হয়েছে। ডেলিভারি কর্মীদের নাম হয়েছে গিগ কর্মী। এঁদেরও সরকারি স্বীকৃতি নেই, নেই কোনও সুরক্ষাকবচও। দ্রুত যেতে গিয়ে পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে আকছার। রঙিন ছাতা নিয়ে রোদে-বৃষ্টিতে বহুজাতিক মোবাইল পরিষেবা কোম্পানির কমিশনভিত্তিক কাজ করেন একদল যুবক-যুবতী। এয়ারটেল, ভোডাফোন, টাটা, জিও-র দেশি-বিদেশি মালিকেরা এই হতভাগ্যদের নিজেদের কর্মী বলেও মনে করে না। অথচ এঁরাই ঘাম ঝরিয়ে এদের মুনাফা সৃষ্টি করেন। বহুতল শপিং-মলে সারা দিন যাঁরা পরিশ্রম করেন, তাঁদের ন্যায্য মজুরি নেই, ছুটি নেই, সরকারি স্বীকৃতি নেই, বহু ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন করার অধিকার পর্যন্ত নেই। তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরা যে কম্পিউটারের সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা নিজেদের নিংড়ে দেন, তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা কতটুকু?

একদিন 'মে-দিবস'-এর আন্দোলনকারীরা আওয়াজ তুলেছিলেন দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি আমরা মালিকদের জন্য খাটব না। বহু সংগ্রাম এবং প্রাণের বিনিময়ে সেই দাবি অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতে বা পৃথিবীর প্রায় কোথাও সেই অধিকার আজ অক্ষত নেই। বেশি দূর যেতে হবে না, লোকাল ট্রেনে 'কর্মখালি'র যেসব বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে, সেখানে দিনে দশ-বারো ঘণ্টা কাজের কথা খোলাখুলি লেখা থাকে। অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতালে কর্মীদের বারো ঘণ্টা ডিউটি করতে হয়। দোকানে বা অলঙ্কার শিল্পেও বহু দিন ধরেই কাজের সময় দশ থেকে বারো ঘণ্টা। অনেক দিন আগেই মহান লেনিন বলেছিলেন, "শ্রমিকেরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে যে পুঁজি সৃষ্টি করে সেই পুঁজিই তাদের পেষে, ক্ষুদ্র মালিকদের বরবাদ করে, আর বিশাল বেকার বাহিনী তৈরি করে।" সেই বেকার বাহিনীর দৌলতেই মালিক কম মজুরিতে শ্রমিককে খাটায়, দালাল মজুর সৃষ্টি করে, তাদের দিয়ে আন্দোলন ভাঙায়। সুতরাং, গোটা পৃথিবীর মতো ভারতের শ্রমিক শ্রেণিও আজ তীব্র নির্মম শোষণের শিকার।

নতুন শ্রম কোড শোষণের তীব্রতা বাড়াবে

২০১৯ এবং ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইন বাতিল করে ৪টি শ্রম কোড নিয়ে এসেছে। ফলে এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক আর কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবেন না এবং ন্যায্য মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। শ্রম কোড সংশোধনের ফলে শ্রমিকদের বঞ্চনার তালিকা সুদীর্ঘ। এই সংশোধনের লক্ষ্যই হল শ্রমিকদের আরও শোষণ করে মালিকদের মুনাফার পাহাড় সুউচ্চ করা।

শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে শ্রমিক আন্দোলন

কিন্তু শ্রমিকদের উপর শোষণ-নির্যাতনই শেষ কথা নয়। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লড়াইও অবশ্যম্ভাবী। একদিকে যেমন মালিকদের পোষা সরকারের দ্বারা শ্রমিকের অধিকার হরণ, ছাঁটাই, লকআউট, দমন-পীড়ন, আইন পরিবর্তন চলছে, তেমনই অপর দিকে শ্রমজীবী মানুষ ক্রমাগত আরও বেশি করে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। একের পর এক ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে উঠছে। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকার 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলন ঘোষণা করেছিল 'আমরাই ৯৯ শতাংশ'। আজও ইউরোপ জুড়ে চলছে গণবিক্ষোভ। এশিয়ার নানা দেশেও আছড়ে পড়ছে শ্রমিক বিক্ষোভের ঢেউ। ফ্রান্সে পেনশন বিলের প্রতিবাদে শুরু হয়েছে আর এক বিশাল গণআন্দোলন। পাঁচ লক্ষ মানুষ ওই বিলের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন।

ভারতে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন ডাক দিয়ে গেছে কৃষিক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজিকে রোখার। ৭১৫টি প্রাণের বিনিময়ে এই আন্দোলন কেবল সরকারি চক্রান্তকে প্রতিহতই করেনি, ভারত তথা বিশ্বের সামনে এক প্রেরণা হিসাবে কাজ করছে। এই আন্দোলনগুলিই গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোকবর্তিকা। মে দিবসের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সঠিক নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যদি এই ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তা হলেই শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর নেমে আসা সর্বব্যাপক আক্রমণকে প্রতিহত করা যাবে।

রাজ্যে রাজ্যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত

১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল এ যুগের অন্যতম মহান মার্ক্সবাদী নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জয়নগরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতের একমাত্র যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে। সেই পার্টি আজ ভারতের ২৪টি প্রদেশে শ্রমিক-কৃষক সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এ বছর দলের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশে প্রায় সব রাজ্যের রাজধানী বা গুরুত্বপূর্ণ শহরে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বহু গ্রাম-গঞ্জ-শহরে দলের রক্তপতাকা উত্তোলন সহ দলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

গুয়াহাটিতে জনসভা ঃ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ২৪ এপ্রিল দলের আসাম রাজ্য কমিটির আহ্বানে গুয়াহাটির ভাস্কর নাট্যমন্দির প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যভিত্তিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। সভা পরিচালনা করেন আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চন্দ্রলেখা দাস।

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার মহান নেতা, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা অর্জন করলেও জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত গণমুক্তি আসেনি। তার বদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। জনজীবনে সৃষ্টি হওয়া শ্বাসরোধকারী সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ। কমরেড

গুয়াহাটির সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

শিবদাস ঘোষ সেদিন ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন, কমিউনিস্ট নামধারী সিপিআই দলটি প্রকৃত কমিউনিস্ট দল হিসেবে গড়ে না ওঠার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনে সঠিক ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়, একের পর এক অমার্ক্সীয় সিদ্ধান্তের দ্বারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বিষয়ে তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃত গণমুক্তি অর্জন করতে হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক তত্ত্বের ভিত্তিতে সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার নিয়ে ২৫ বছরের যুবক শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল। এই দল আজ সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে দ্রুত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। অন্য দিকে কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলো ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। গণমুক্তি অর্জনের জন্য কমরেড ভট্টাচার্য দ্রুত এস ইউ সি আই (সি)-কে শক্তিশালী করতে মেহনতি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, মদ ও মাদক দ্রব্যের ব্যাপক প্রসার, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ও অবাধ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দিল্লি ঃ দিল্লির পশ্চিম জেলা সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে জাহাঙ্গিরপুরিতে জনসভার আয়োজন করা হয়। শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, মহিলারা এই সভায় যোগ দেন। জনজীবনের সমস্যা নিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন নীতু খন্না। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেডস প্রকাশ দেবী, ঋতু কৌশিক, কমরেড অমরজিৎ। প্রধান বক্তা দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড হরিশ ত্যাগী বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও মানুষের জীবনের দুর্দশা দেখিয়ে দিচ্ছে এই পুঁজিবাদী সমাজটাকে না বদলালে যথার্থ গণমুক্তি অর্জিত হবে না। তিনি সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাত নিয়ে হানাহানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের উন্নত উপলব্ধি—কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুশীলনের কথা বলেন।

মধ্যপ্রদেশ ঃ মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আগরওয়ালা ধর্মশালার সভায় জেলার বহু ব্লক থেকে আগত কর্মী সমর্থকরা অংশ নেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রচনা আগরওয়াল। তিনি মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানান। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড লোকেশ শর্মা তেলের দাম কমানোর দাবি তোলেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক কমরেড মনীশ শ্রীবাস্তব। সভা সঞ্চালনা করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সঙ্গীতা আর বি।

ত্রিপুরা ঃ ২৪ এপ্রিল এসইউসিআই(সি)-র ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সভা হয়। শুরুতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি কমরেড মলিন দেববর্মা। পরে রাজ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক। প্রধান বক্তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা বলেন, 'বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ে এবং এ দেশে কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলির ধারাবাহিক মার্ক্সবাদবিরোধী কার্যকলাপের পরিণামে সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও হতাশা সৃষ্টি করেছে। তা দূর করতে সংশোধনবাদীদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে এবং মার্ক্সবাদী আদর্শের অভ্রান্ততা ও মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে, শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রচার ও অনুশীলন আজ একান্ত অপরিহার্য।

গুজরাট ঃ ২৪ এপ্রিল গুজরাটের সুরাট শহরের 'শ্রমজীবী' হলে ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায়

মধ্যপ্রদেশের গুনায় সমাবেশ

শ্রমজীবী মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। সভাপতিত্ব করেন দলের গুজরাট সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদিকা কমরেড মীনাক্ষী জোশী। শুরুতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড সত্যেন্দ্র সিং। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশিস রায়। সভা শেষে সুরাট স্টেশনের সামনে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

উত্তরপ্রদেশ ঃ উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে জেলা কমিটির পক্ষ থেকে রামচন্দ্র জুনিয়র হাইস্কুলে জনসভায় বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী এবং উত্তরপ্রদেশ পূর্ব রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড জগন্নাথ বর্মা, কমরেডস মিথিলেশ কুমার মৌর্য, দিলীপ কুমার। সভাপতিত্ব করেন কমরেড রাজ বাহাদুর মৌর্য।

আগরতলার সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানব বেরা

এলাহাবাদ, সুলতানপুর, বালিয়া, প্রতাপগড়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বারাণসীর সিগ্রায় এবার প্রথম দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হল। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সংগঠক কমরেড মোহন রাই। পরিচালনা করেন বারাণসী-মোগলসরাই ইনচার্জ কমরেড কমলেশ মৌর্য। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমরেড জুবের রব্বানি।

মহারাষ্ট্র ঃ ২৬ এপ্রিল নাগপুরে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত।

গুয়াহাটির সভা

জৌনপুরের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী

পাঁচের পাতায় দেখুন

পদকজয়ীদেরও রেহাই মিলছে না

একের পাতার পর

আন্দোলনরত মহিলা কুস্তিগিরদের প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। ধরনা স্থলে গিয়ে আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এসেছেন সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও, যুব সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও এবং মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস। সারা দেশ জুড়ে ক্লাব, প্রতিষ্ঠান বিশিষ্ট নাগরিক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের নিয়ে মিটিং মিছিল সভা হয়েছে এই সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে। এগিয়ে এসেছে স্কিম ওয়ার্কারদের সর্বভারতীয় সংগঠন। সকলের দাবি—ন্যায়বিচার চাই, দোষীদের শাস্তি চাই।

বছর কয়েক আগে অলিম্পিক ব্রোঞ্জ

কুস্তিগিরদের আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় মহিলা মিছিল

মেডেলিস্ট কর্ণম মালেশ্বরি বলেছিলেন, ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদরা শুধুমাত্র কোচদের দ্বারাই নয়, ফেডারেশনের আধিকারিকদের দ্বারাও যৌন হেনস্থার শিকার হন। প্রতিশ্রুতিমান বক্সার এস অমরাবতী কোচের হাতে হয়রানির জেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এ রকম ঘটনা অসংখ্য। মহিলা ক্রীড়াবিদদের বিরুদ্ধে ঘটা এই ধরনের যৌন হয়রানির বহু ঘটনা নানা কারণে সামনে আসে না। তবুও ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ৪৫টি যৌন হেনস্থার অভিযোগ স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কাছে জমা পড়ে। এর মধ্যে ২৯টি কোনও না কোনও কোচের বিরুদ্ধে। এইসব অভিযোগের পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বছরের পর বছর ধরে তদন্ত চলে কিন্তু শাস্তি হয় না।

দেশজোড়া প্রবল জনমতের চাপে এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দিল্লি পুলিশ বাধ্য হয়ে বিজেপি সাংসদ ও ডব্লিউএফআই সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে অবশেষে এফআইআর করেছে। কিন্তু দেশের জনগণ সন্দিহান, মহিলা কুস্তিগিররা আদৌ ন্যায়বিচার পাবেন কি না! প্রচলিত আইন বলে, যৌন হয়রানি ও অত্যাচারের ক্ষেত্রে পুলিশ এফআইআর না করলে সেই পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া উচিত। অথচ মহিলা কুস্তিগিররা বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও দিল্লি পুলিশ কিছুতেই এফআইআর নিতে চায়নি। সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তোলার পরই পুলিশ এফআইআর নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। তা হলে এই আইন কাদের জন্য, যেখানে দেশকে গর্বিত করা পদকজয়ী ক্রীড়াবিদরা বিচার পান না? এফআইআর হওয়া মানে তো গ্রেফতার করতে হবে। ব্রিজভূষণ যা করেছেন তাতে পেনাল কোডের ধারাও কম পড়ে যাবে। নির্যাতিতাদের মধ্যে একজন নাবালিকা আছেন। অর্থাৎ পকসো আইন অনুযায়ী তার গ্রেফতারি অবশ্যম্ভাবী। অথচ আজও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি। এখনও পর্যন্ত তিনি সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেননি। বার্তা একদম পরিষ্কার— কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারি দলের নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এমনকি প্রভাবশালী হলেও যা খুশি তাই করা যায়।

২০২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর নামে চল্লিশটা এফআইআর হয়েছে। দাউদ ইব্রাহিমের সহযোগীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে টাডায় কেস আছে এবং জেলও খেটেছেন। ইনি বিজেপি করেন তাই 'দেশদ্রোহী' নন বরং অনেক বেশি 'দেশপ্রেমী'! আর তাই, অতীতে ডাকাতি ও দাঙ্গার মত মামলায় নাম জড়ালেও, আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও এমনকি প্রকাশ্যে সংবাদ মাধ্যমে রবীন্দ্র সিং নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করার কথা স্বীকার করলেও দেশের আইনি ব্যবস্থা তাকে ছুঁতেও পারে না। বরং এইসব অভিযোগ নিয়েই তিনি ডব্লিউ এফ আই-এর মতো প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। পরিস্থিতি এটাই। অথচ আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার প্রতিটি ভাষণে দেশকে দুর্নীতি আর অপরাধমুক্ত করার কথা বলেন। তা হলে এটাই তাঁর দুর্নীতি আর অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নমুনা! অর্থনৈতিক সামাজিক পারিবারিক নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অমানুষিক লড়াই করে এই সমস্ত মহিলা ক্রীড়াবিদ উঠে আসেন। মহিলা হওয়ার জন্য প্রতি পদে অতিক্রম করতে হয় অনেক অলঙ্ঘনীয় বাধা, দিতে হয় অনেক মূল্য, নিভৃতে ঝরে অনেক চোখের জল। তারপর তাঁরা যখন সফল হন, সে কমনওয়েলথ গেমস হোক বা অলিম্পিক অথবা এশিয়ান গেমস, পদক জেতার পর মুহূর্ত অপচয় না করে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন, পদকজয়ী সফল ক্রীড়াবিদদের ডেকে 'ঘরের মেয়ে' বলে ছবি তুলে সংবাদ মাধ্যমে তাঁর ক্রীড়াপ্রেমী ভাবমূর্তি প্রচার করেন। বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক সহ আন্দোলনরত অনেকের সঙ্গে তাঁর ছবি আজও সমাজমাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ সেই ক্রীড়াবিদরাই যখন তাদের প্রতি হওয়া যৌন নির্যাতনের প্রতিকার চান তাঁদের 'মন কি বাত' শোনার আর্জি জানান, প্রধানমন্ত্রী তখন নীরব থেকে অন্যায়কারীদের পাশে থাকারই বার্তা দিয়ে চলেন।

আন্দোলনের সমর্থনে ত্রিপুরায় ছাত্র, যুব ও মহিলা বিক্ষোভ

১৯৯০ সালের একটি ঘটনার কথা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই। ১৪ বছরের টেনিস খেলোয়াড় রুচিকা গীরহোত্রা তখনকার টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি হরিয়ানা পুলিশের আইজি এসপিএস রাঠোর-এর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন। সেই সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের সমস্ত প্রশাসন যন্ত্র নির্যাতিতা নয়, অভিযুক্তের পাশে দাঁড়ায়। অভিযুক্তকে ডিজিপি পদে প্রোমোশন দিয়ে পুরস্কৃত করে সরকার। রুচিকার পরিবারের উপর অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। সমস্ত দিক থেকে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে রুচিকা আত্মহত্যা করে। ১৯ বছর ধরে আইনি লড়াইয়ের পর রাঠোর দোষী সাব্যস্ত হলেও বিচারে তার মাত্র ছয় মাসের জেল আর ১০০০ টাকা জরিমানা হয়। এই হচ্ছে দেশের আইনের শাসন!

বর্তমান কুস্তিগিরদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে। গত জানুয়ারিতে ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর তাদের সঙ্গে দেখা করে সুবিচারের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু আশ্বাসই সার। কমিটির রিপোর্ট অভিযোগকারীদের পড়তে দেওয়া হয়নি। জোর করে তাদের কাছ থেকে সই নেওয়া হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, ঐ কমিটির সদস্য বিজেপি সাংসদ ববিতা ফোগট কমিটির তৈরি খসড়া রিপোর্ট পড়তে গেলে তার হাত থেকে তা

দিল্লির অবস্থান মঞ্চে যুবকর্মীরা

কেড়ে নেওয়া হয় ও ছিঁড়ে দেওয়া হয়। সেই কমিটির রিপোর্টের কী হল, কোথায় তা পেশ করা হল, কী ঘটল কেউ তা জানল না। সরকার এবং তার প্রশাসনিক ব্যবস্থার বার্তা একদম পরিষ্কার— আমরা এটাই করব। আইনের শাসনের নাম করে এই ব্যবস্থাকে যারা রক্ষা করছে, চালাচ্ছে তাদের স্বার্থে কাজ করব। নির্যাতিতা নারীর পাশে নয়, আমাদের অনুগত নারী নির্যাতনকারীর পাশে থাকব। তোমরা কী করবে করো।

ফলে আইনি সুবিচার চাওয়ার পাশাপাশি এই নির্লজ্জ স্পর্ধার জবাব দিতে হবে আন্দোলনের পথেই। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, সোচ্চার হওয়া, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকাই একমাত্র পথ। দেশের মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন রেখে সেই পথে নেমেছেন মহিলা কুস্তিগিররা। তাঁদের অভিনন্দন।

যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতীয় স্তরের মহিলা কুস্তিগিরদের চলমান আন্দোলনের সমর্থনে
এ আই ডি এস ও-র ডাকে
৪ মে
সংহতি দিবস

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত

চারের পাতার পর

দলের নাগপুর সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড বিজেন্দ্র রাজপুতও বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন নাগপুর সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড বিদ্যা গুরমুলে।

ওয়ার্ধার পুলফেলে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২৯ এপ্রিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। নাগপুর সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড মাধুরী নিকুরে সভা পরিচালনা করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত।

৩০ এপ্রিল ইয়তমালে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন নাগপুর সংগঠনী কমিটির সদস্য বিজয়েন্দ্র রাজপুত। সভাপতিত্ব করেন ইয়তমাল ইউনিট ইনচার্জ কমরেড প্রমোদ কাম্বলে।

মহারাষ্ট্রের নাগপুরে জনসভা

গুজরাটের সুরাটে জনসভা

● *নীচের ডান দিকে বারাণসীর সিগ্রায় সভা, বাম দিকে দিল্লির সভা*

সাম্রাজ্যবাদীদের মদতপুষ্ট দেশীয় লুটেরাদের
তাণ্ডবের আবর্তে সুদানের জনজীবন

আফ্রিকার দেশ সুদানের আকাশ গত একমাস ধরে গোলাগুলির ধোঁয়ায় কালো, বাতাসে বারুদের গন্ধ। পশ্চিম সুদানে রাজধানী খারতুম ও ডারফুর এলাকায় দেশের সেনাবাহিনী ও আধাসেনা বাহিনীর সংঘর্ষে বিপন্ন বাসিন্দাদের জীবন। জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট। খাদ্য-পানীয়ের অভাবে বিপন্ন আতঙ্কিত মানুষ মৃত্যুর দিন গুনছেন। একটি সূত্র অনুযায়ী সুদানে ইতিমধ্যে মারা গেছেন প্রায় পাঁচশো জন। আহত ৪ হাজারের বেশি। দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন ২১ হাজারেরও বেশি নাগরিক।

এপ্রিলের মাঝামাঝি সুদানের বর্তমান শাসক, সামরিক বাহিনী 'সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস' (এসএএফ)-এর প্রধান জেনারেল আবদেল ফাতাহ আল-বুরহানের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়েছে আধাসেনা বাহিনী 'র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস' (আরএসএফ)-এর প্রধান জেনারেল মহম্মদ হামদান ডাগালো-র, যিনি হেমেদতি নামে বেশি পরিচিত।

তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, সোনা সহ মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ ও লোহিত সাগরের তীরে ভূ-রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য আমেরিকা সহ নানা সাম্রাজ্যবাদী দেশের লোভের নজরে থাকা সুদান বহু বছর ধরেই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে। ১৯৫০-এর দশকে মিশর ও ইংল্যান্ডের দখল থেকে স্বাধীনতা লাভের পর সুদান একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান, দেশের ভিতরে উপজাতিগুলির মধ্যে সংঘাত, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদিতে বার বার বিধ্বস্ত হয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ১৯৮৯-তে সুদানের প্রেসিডেন্ট হন জেনারেল ওমর আল বশির। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুদান বরাবরই বিরোধিতার ঐতিহ্য নিয়ে চলেছে। প্রেসিডেন্ট বশিরও সেই পথেই চলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী থাবা বসাতে উদগ্রীব আমেরিকা সহ পশ্চিমী দেশগুলি নানা ভাবে সুদানে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চালাতে থাকে। ২০০০-এর প্রথম দশকে ডারফুরে আরব এবং অ-আরব উপজাতি সংঘর্ষ সামাল দিতে হেমেদতির নেতৃত্বে স্থানীয় 'ঝঞ্ঝাবিদ' বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট বশির তৈরি করেছিলেন আরএসএফ নামে আধাসামরিক বাহিনী। সংঘাত দমন করতে গিয়ে নাগরিকদের উপর প্রেসিডেন্ট বশির নির্মম দমন-পীড়ন চালাচ্ছেন— এই অভিযোগে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বশিরের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ তোলে। নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ২০১১ সালে সুদান ভাগ হয়ে দক্ষিণ সুদান নামে নতুন একটি দেশের জন্ম হয়। তেলের খনির অধিকাংশেরই দখল নিয়ে নেয় এই দক্ষিণ সুদান।

সুদানের শাসনক্ষমতা থেকে যায় প্রেসিডেন্ট বশিরেরই হাতে। তাঁর আমলেই নতুন সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া লোহিত সাগরে একটি নৌ-ঘাঁটি তৈরির চুক্তি করে সুদানের সঙ্গে, যেখানে কয়েকশো নৌ-সেনা, একটি পরমাণুশক্তি চালিত যুদ্ধজাহাজ সহ চারটি যুদ্ধজাহাজ থাকবে বলে প্রেসিডেন্ট বশিরের সঙ্গে কথা হয় রাশিয়ার কর্তাদের। এতে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি, বিশেষত আমেরিকা রুষ্ট হয়।

এদিকে দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের প্রবল সমস্যা সামাল দিতে পারছিলেন না প্রেসিডেন্ট বশির। নানা ধর্ম ও উপজাতিগত সংঘর্ষও একটানা চলেছিল দেশ জুড়ে। এই অবস্থায় ২০১৮-র ডিসেম্বরে অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত সুদানের সাধারণ মানুষ প্রেসিডেন্ট বশিরের পদত্যাগ ও গণতন্ত্রের দাবিতে পথে নামে। আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয়। পুঁজিবাদী শাসনে জীবনযন্ত্রণায় অতিষ্ঠ নাগরিকদের এই ন্যায্য আন্দোলনে নানা অপশক্তি ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয় মতলববাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাশিয়ার সঙ্গে সুদানের নৌ-ঘাঁটি সংক্রান্ত চুক্তি বানচাল করে দেওয়া। দাবি তোলা হয়, এই চুক্তি নতুন করে পর্যালোচনা করতে হবে। সামরিক বাহিনীর একটি গোষ্ঠী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়। পদত্যাগ করতে বাধ্য হন বশির। কয়েকটি রাজনৈতিক দল, সামরিক বাহিনীর ওই গোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীদের জোটের একটি সার্বভৌম কাউন্সিল অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি করে শাসন ক্ষমতায় বসে। প্রধানমন্ত্রী হন আবদুল্লা হামদক। সিদ্ধান্ত হয়, এই অন্তর্বর্তী সরকার ২০২২-এর মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গড়ার দিকে এগোবে।

কিন্তু তার আগেই ২০২১ সালের অক্টোবরে দেশের সামরিক বাহিনীর কর্তা বুরহান, আরএসএফ কর্তা হেমেদতির সঙ্গে জোট করে একটি অভ্যুত্থান ঘটান এবং প্রধানমন্ত্রী হামদককে ক্ষমতা থেকে হঠিয়ে সার্বভৌম কাউন্সিলের প্রধান হয়ে বসেন জেনারেল বুরহান। এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং সুদানের প্রতিবেশী সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ইত্যাদি দেশ। অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত নিরস্ত্র জনতার উপর নির্মম হামলা চালায় বুরহান সরকার, পাশে থাকে হেমেদতি বাহিনী। মৃত্যু হয় গণতন্ত্রকামী বহু আন্দোলনকারীর। এবার সুদানের শাসন ক্ষমতার দখল নিয়ে এই বুরহানের সঙ্গেই দ্বন্দ্ব বেধেছে তাঁর সেই সময়ের সহযোগী হেমেদতির। আরও একবার ভয়াবহ দুর্গতি নেমে এসেছে সুদানের সাধারণ মানুষের জীবনে।

বস্তুত, '২১ সালে বুরহান সরকার গঠনের পর থেকেই সুদানে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সেনাপ্রধান ও আধাসেনা কর্তার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যাকে সেই সময় থেকেই উস্কানি দিয়ে চলেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। সঙ্গে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব, মিশর, লিবিয়া ইত্যাদি প্রতিবেশী দেশ। বুরহান ও হেমেদতি, দু'জনকেই দফায় দফায় এই দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেখা গেছে। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য অনুযায়ী মিশর রয়েছে সুদানের সামরিক বাহিনী তথা বুরহানের পাশে। অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও লিবিয়ার সমর্থন হেমেদতির আরএসএফ-এর দিকে।

সুদানে দীর্ঘদিন ধরেই রাশিয়া ও চিনের প্রভাব রয়েছে। প্রেসিডেন্ট বশিরের আমল থেকেই সুদানকে অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্র জোগান দিত রাশিয়া। আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া নিজেদের অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণে সুদানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ইদানীং আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছে। সম্প্রতি রুশ বিদেশমন্ত্রী সুদান সফরে এসে বুরহান ও হেমেদতি— দু'জনের সঙ্গেই কথাবার্তা বলেছেন। সুদানকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে নিরাপত্তা দেওয়ার বিনিময়ে সেখানে লোহিত সাগরের উপকূলে রুশ নৌ-ঘাঁটি তৈরির পুরনো চুক্তি পরিণতির দিকে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। এছাড়া সোনা সহ সুদানের মূল্যবান খনিজ পদার্থ নিষ্কাশন নিয়েও রুশ-সুদান আলোচনা হয়েছে। সুদানের এই খনিগুলির নিরাপত্তার জন্য রাশিয়া অনেক দিন ধরেই ভাড়াটে সেনা নিয়োগ করে আসছে। এর পাশাপাশি, মধ্য আফ্রিকায় যেখানে ইতিমধ্যেই রুশ বেসরকারি পুঁজি ব্যবসা করছে এবং মোতায়েন রয়েছে শত শত রুশ সেনা, সেখানে যাতায়াতের জন্য সুদানের আকাশপথ ব্যবহার করা রাশিয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

চিনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সুদানের সঙ্গে চিনের সুসম্পর্কের ইতিহাস অনেক পুরনো। ১৯৯০-এর দশকে সুদানের তৈলক্ষেত্র উন্নয়নে চিন নানা ভাবে সাহায্য করেছিল। প্রেসিডেন্ট বশিরের আমলে আমেরিকা সুদানের উপর যে বিধিনিষেধ চাপিয়েছিল সে সব অগ্রাহ্য করে তার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী চিন অস্ত্র বিক্রি করা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুদানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। সৌদি আরবে গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত আরব দেশগুলির সঙ্গে চিনের শীর্ষ বৈঠকের সময়ে চিনের প্রেসিডেন্ট সুদানের জেনারেল বুরহানকে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখার আশ্বাস দেন। আরব দুনিয়া ও পশ্চিম এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের পথে পা-বাড়াতে সুদানের সঙ্গে সুসম্পর্ক আজকের সাম্রাজ্যবাদী চিনেরও তাই একান্ত প্রয়োজন।

ফলে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক কারণে রাশিয়া ও চিন এই দুই দেশের পক্ষেই সুদানের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্ষতিকারক। এদিকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড ইত্যাদি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবং সুদানের প্রতিবেশী সৌদি আরব, মিশর ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো দেশগুলির আবার লাভ এতেই। কারণ, এই গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে কখনও বুরহান, কখনও হেমেদতির পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের বিরোধ উস্কে দিয়ে সুদানে নিজেদের প্রভাব বাড়িয়ে নিতে চায় এই শক্তিগুলি।

সব মিলিয়ে সুদানে এখন যা চলছে, তা আসলে একদিকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও অপর দিকে রুশ ও চিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার ছায়াযুদ্ধ, যার মূল্য দিচ্ছে সেখানকার সাধারণ মানুষ। সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি এবং দেশের শিক্ষিত সচেতন অংশ যাঁরা গণতন্ত্রের দাবিতে প্রেসিডেন্ট বশিরের বিরুদ্ধে আন্দোলনে একজোট হয়েছিলেন, তাঁরা অবিলম্বে সংঘর্ষ বন্ধ করা, অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা এবং শহর ও গ্রামগুলি থেকে সেনা ও আধা-সেনাদের সরিয়ে নেওয়ার দাবি করেছেন। সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি দেশে শান্তি, সুস্থিতি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অবিলম্বে সংঘর্ষ বন্ধের দাবিতে দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছে। গোটা বিশ্বের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ ও কমিউনিস্ট শক্তিগুলির কাছেও তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সুদানের জনগণের সংগ্রামকে তাঁরা যেন সমর্থন করেন।

(তথ্যসূত্র ঃ নিউজউইক ৯০- ২৭ এপ্রিল '২৩,
ইন ডিফেন্স অফ মার্ক্সিজম- ১৭ এপ্রিল '২৩,
সুদানের কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি- ১৮ এপ্রিল '২৩)

পাঠকের মতামত

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশ

শিক্ষা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাজ্য সরকার ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য একের পর এক জনমোহিনী প্রকল্প নিয়ে আসছে। 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার নাকি জনসাধারণের দুয়ারে এসে দাঁড়াবে! কিন্তু দুয়ারে সরকার চালু হলে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল বন্ধ থাকবে কেন? সংবাদপত্রে প্রকাশ, খোদ কলকাতার একটি স্কুলের ৪ জন শিক্ষকের ৩ জনকেই পাঠানো হয়েছে এই প্রকল্পের কাজে। প্রকল্পটি চালানোর জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ক্লাস পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তন করেছে। আমাদের রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী নিজে কলেজ-শিক্ষক হয়েও মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন।

সরকার পোষিত স্কুলগুলির স্বাধিকার আছে। সেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার স্বার্থ দেখা স্কুল কর্তৃপক্ষের মূল কর্তব্য। শিক্ষকদের বা স্কুল চলাকালীন স্কুলকে অন্য কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া পরিচালকমণ্ডলীর উচিত নয়। কিন্তু সেই কাজটিই চলছে রাজ্য জুড়ে। আসলে ভোট বড় বালাই, চুলোয় যাক সাধারণের শিক্ষা। এইভাবে শাসকরা ক্লাসরুম শিক্ষাকে শেষ করে দিতে চাইছে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি আজ রাজ্য সরকার চালু করতে উদগ্রীব হয়ে আছে। সেখানে অনলাইন শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সরকারি শিক্ষাকে বাঁচাতে হলে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষানুরাগী মানুষ যে আন্দোলন শুরু করেছেন, সাধারণ মানুষকে সেই আন্দোলনে যুক্ত হতে হবে। আর এর দায়িত্ব নিতে হবে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদেরই।

বিমান কর্মকার
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

জনস্বার্থ নয়, জাতপাতেই অঙ্ক মেলাতে চাইছে ভোটসর্বস্ব দলগুলি

কর্ণাটক নির্বাচন

১০ মে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন। জনগণের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে ৪০ পারসেন্ট কমিশনের সরকার— অথচ বিজেপি-কংগ্রেস কারও প্রচারে এ কথা প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। এই রাজ্যের নির্বাচনী প্রচারে দু-দলেরই কথায় আসছে এবার সুশাসন, দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান কিংবা কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার মতো ইস্যুগুলি নিয়ে মন ভোলানো প্রতিশ্রুতি বা জুমলা প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। দু'দলেরই কথায় আসছে সাম্প্রদায়িক বিভাজন, জাতপাত ও সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে রেষারেষি, টিপু সুলতানকে হিন্দু বিরোধী হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া, অনগ্রসর মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ বাতিলের উস্কানিমূলক পদক্ষেপ ইত্যাদি ঘিরে চর্চা ও উত্তপ্ত প্রচার। নির্বাচনী ফলাফল কী হবে তা ফলাফল ঘোষণা হলেই বোঝা যাবে। কিন্তু এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়, ইতিপূর্বে হিজাব বিতর্ক কিংবা ইদগা সংলগ্ন মাঠের দখলকে ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস পরিকল্পিত ছিল। অপেক্ষাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া মুক্ত দক্ষিণের এই রাজ্যের মাটিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিভাজনের শিকড় চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল আরও গভীরে এবং ব্যাপকভাবে ।

এবারে যে ভাবে বিজেপি টিপু সুলতানকে নিয়ে পড়েছে, তাতে কেউ ভাবতে পারেন এবারে ভোটে তাদের প্রতিপক্ষ বোধ হয় তিনিই। অথচ ইতিহাসের প্রামাণ্য নথিপত্র অনুযায়ী টিপু সুলতান তাঁর রাজত্বকালে ধর্মকে কেন্দ্র করে কোনও বিরোধ বা অসহিষ্ণুতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। মারাঠা আক্রমণে শংকরাচার্যের মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর টিপু সুলতান মন্দির নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন। মরণপণ লড়াই করে দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসকে তিনি ঠেকানোর চেষ্টা করেছিলেন। বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় ব্রিটিশরা টিপু সুলতানকে হত্যা করেছিল। এটাই ইতিহাস। হঠাৎ সব কিছু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে এসব নাকি সত্য নয়। টিপু সুলতান নাকি ভয়ঙ্কর হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি নাকি তিন হাজার ব্রাহ্মণকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিলেন, মন্দির ভেঙেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের দুই বীর নায়ক উরি গৌড়া আর নজনে গৌড়া নাকি হিন্দুবিদ্বেষের বদলা নিতে টিপু সুলতানকে যুদ্ধেপরাজিত করে হত্যা করেন। কিন্তু এর সাথে বিধানসভা নির্বাচনের কী সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা ভোটের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের চেষ্টা ছাড়া আর কি?

ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, তার সাথে সরকারের চরম দুর্নীতি আর অপদার্থতার কারণে শাসক দল বিজেপির প্রতি সারা রাজ্যের মানুষ ক্ষিপ্ত। তার ওপর গতবার ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় সহায় লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের বিরাট অংশ বিজেপির প্রতি বিরক্তি ও হতাশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই তারা দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রভাবশালী ভোটব্যাঙ্ক ভোক্কালিগা সম্প্রদায়কে বিরোধীদের থেকে নিজেদের দিকে টেনে নেওয়া আর সাম্প্রদায়িক বিভেদের চূড়ান্ত মেরুকরণের তাস খেলার চেষ্টা করছে।

একেই পাখির চোখ করে নির্বাচন ঘোষণার ঠিক আগে আগেই অনগ্রসর মুসলিমদের সংরক্ষণ বাতিল করে ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের জন্য ২ শতাংশ সংরক্ষণ বৃদ্ধির ঘোষণা। তার জন্যই টিপুকে হিন্দুবিদ্বেষী হিসেবে আর টিপুর তথাকথিত হিন্দু বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের দুই কাল্পনিক চরিত্রকে হিন্দু বীর হিসেবে তুলে ধরা। ভোক্কালিগা সম্প্রদায়কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা। নিহিতার্থ— হিন্দুবিদ্বেষী টিপুকে যেমন বীর ভোক্কালিগারা হত্যা করেছিল, ঠিক তেমনি করে হিন্দুত্বের স্বার্থে আজকের ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের ভোটারদের কর্তব্য বিজেপি বিরোধীদের শেষ করে দেওয়া, বীরত্বের সঙ্গে অন্যদের ধরাশায়ী করে বিজেপিকে জয়ী করা। এই হল দক্ষিণ কর্ণাটকের বিস্তীর্ণ ভোক্কালিগা অধ্যুষিত এলাকার মানুষের কাছে গেরুয়া শিবিরের বার্তা।

সব কিছু প্রথমটায় ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু জল ঢেলে দিয়েছেন এই নয়া ন্যারেটিভ গড়ে তোলার উদ্যোগে। লিঙ্গায়েত কিংবা ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবেই বিবেচনা করেন। তাঁদের সম্প্রদায়কে হিন্দু বীর হিসেবে দেখানোর ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের এই ষড়যন্ত্রকে তাঁরা মোটেও ভালচোখে দেখেননি। তাই বলেছেন এই গল্পটা কাল্পনিক। গল্পের বীর চরিত্র দুটিও অল্প কিছুদিন আগে লিখিত নাটকের কাল্পনিক চরিত্র, যার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। ফলে ভোক্কালিগা সম্প্রদায়কে মুসলিমবিদ্বেষী করে তোলার উদ্যোগে বেশ একটা বড় রকম ধাক্কা খেয়েছে বিজেপি।

এদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ বাতিল করে অন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তা বণ্টন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টও স্থগিতাদেশ দিয়েছে। এতে বিজেপির আশু ভোটের অঙ্ক হয়ত কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতেও পারে। কিন্তু বিজেপি কিংবা তার জায়গায় কংগ্রেস বা জেডিইউ অন্য কোনও বুর্জোয়া দল যারাই ক্ষমতায় আসুক জাতপাত, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের যে খেলা শুরু হয়েছে তা তারা অব্যাহত রাখবে। তার বিষাক্ত প্রভাবও চলতেই থাকবে। ইতিমধ্যেই এসসি বা এসটি সংরক্ষণের অভ্যন্তরেও আলাদা আলাদা অসংখ্য জাতের মধ্যে থেকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংরক্ষণের দাবিকে তাঁরা উসকে তুলছেন। শুধু কর্ণাটক নয়, সারা দেশেই তারা এ কাজ করছে। দেশের মানুষের ঐক্যকে ধ্বংস করার কাজে তাকে ব্যবহার করায় কংগ্রেস বা বিজেপি— কেউই কম যায় না। কারণ নির্বাচনী প্রতিপক্ষ হলেও এরাও একই খেলার খেলোয়াড়। এ কথা বোঝা যায় যখন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মুসলিমদের সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখলেও কংগ্রেস কিন্তু ভোক্কালিগা কিংবা লিঙ্গায়েত অধ্যুষিত এলাকায় এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করে না। আসলে জাতপাতের অঙ্কের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি। পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষা করতে দায়বদ্ধ এই দলগুলির জনজীবনের মূল সমস্যার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কোনও ক্ষমতাই নেই।

অথচ কর্ণাটকের সাধারণ মানুষের জীবন অন্য আর পাঁচটা রাজ্যের মতোই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত। বেকারি ক্রমবর্ধমান, সীমাহীন দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারের ফলে জনজীবনের দুর্দশা চরমে। পেট্রল ডিজেল রান্নার গ্যাস ওষুধের মূল্যবৃদ্ধিতে সারা দেশের মতো কর্ণাটকের মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির নাভিশ্বাস ওঠার মতো পরিস্থিতি। সরকার পরিচালিত শিক্ষা, চিকিৎসা, গণবণ্টন ব্যবস্থা কার্যত উঠে যেতে বসেছে। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র লাগাম ছাড়া ফি বৃদ্ধিঘটেই চলেছে, অথচ নিয়মিত ক্লাস নেই। পঠন-পাঠনের মান ক্রমাগত নিচের দিকে নামছে। রাজ্যে ২ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশি শিক্ষক পদ শূন্য। অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত বেকার। অথচ নিয়োগের ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণ নীরব। উল্টে অত যে সাধের আইটি সেক্টরের ভারতজোড়া গৌরব এত দিন প্রচারে উঠে আসত, সেই আইটি সেক্টর সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ছাঁটাই হচ্ছে। চাকরির চরম সংকটের বাজারে যোগ্য এবং উচ্চশিক্ষিত বেকারদের উপর অতি সামান্য বেতনের বিনিময়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দ্বিগুণ পরিশ্রমের বোঝা। স্থায়ী চাকরি, ন্যায্য বেতন, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, গণতান্ত্রিক অধিকার— সবকিছুই যেন বাতিল ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে।

কৃষকদের জীবন-জীবিকা প্রায় ধ্বংসের মুখে। গত পাঁচ বছরে এ রাজ্যে ৪২৫৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। জীবিকার সন্ধানে এনরেগা প্রকল্পে মজুরির কাজ পাওয়ার জন্য এমনকি শিক্ষিত বেকাররাও হাপিত্যেশ করছেন।

যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্য রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এত সোচ্চার, কর্ণাটকে তারাই আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। পুলিশ বিভাগের নিয়োগ, সহকারি প্রফেসরদের নিয়োগ, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ— সর্বত্র চূড়ান্ত দুর্নীতি আর স্বজনপোষণ। শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা যুক্ত। সম্প্রতি এক এমএলএ এবং তার পুত্র ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই বিএস ইয়েদুরাপ্পা এবং বাঙ্গালোর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান সোমশেখরের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। দুর্নীতির অভিযোগের সারবত্তা বিচার করে সিটি সিভিল অ্যান্ড সেশান জজকোর্ট দু-জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দেয়। শেষ পর্যন্ত বিজেপি তড়িঘড়ি ইয়েদুরাপ্পাকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরাতে বাধ্য হয়। যদিও এ সব শাসক বিজেপির কাছে নতুন কিছু নয়। গোটা দেশের যেখানেই বিজেপি ক্ষমতায় সেখানেই যে কোনও শাসক দলের মতো আপাদমস্তক দুর্নীতিতে তারাও নিমজ্জিত। পার্থক্য হল, অন্যদের সাধ থাকলেও সাধ্যের সীমা আছে। বিজেপি তার রাজনৈতিক শত্রুদের ক্ষেত্রে সিবিআই বা ইডিকে তদন্তে লেলিয়ে দেয়। আর বিজেপির বেলায় ইডি সিবিআই চোখ বুজে থাকে। শাসকদলগুলির মধ্যে দুর্নীতির কারবারে বিজেপি তাই একচেটিয়া হওয়ার দৌড়ে অন্য সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনায়াসে ছাড়িয়ে গেছে। ইয়েদুরাপ্পার দুর্নীতি সফল ভাবেই ধামাচাপা দিয়ে বোম্মাইকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়েছিল। তার বছর দুয়েকের রাজত্বে লাগামছাড়া দুর্নীতিতে তিনি তাঁর পূর্বসূরিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

মানুষকে বোকা বানিয়ে ভোট আদায় করে নিতে পারার এই যে রাজনীতি, এতে শাসকরা সন্তুষ্ট থাকলেও সাধারণ মানুষের অসন্তোষ তাতে কমছে না, বরং বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। বুর্জোয়া দলগুলির নানা চক্রান্তে হাজার বিভ্রান্তিতে ফেঁসে গিয়েও দিনের শেষে প্রচলিত এই রাজনীতির প্রতি ক্ষোভ বিতৃষ্ণাও অত্যন্ত বাস্তব। বাঁচার তাগিদেই এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাইছেন কর্ণাটকের মানুষ। সিপিএমের মতো বামপন্থী দল গণআন্দোলন গড়ে তোলা দূরে থাক, কংগ্রেসের পিছন পিছন চলছে কর্ণাটকে। অন্যদিকে রাজ্যের সাধারণ মানুষের নানা দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করে, জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়ার যথার্থ বামপন্থী রাজনীতির চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে এস ইউ সি আই (সি)। গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কর্ণাটকের বৃহত্তম বামপন্থী দল হিসাবে উঠে এসেছে এসইউসিআই(সি)। রাজনীতি সচেতন মানুষ, বেকার যুবক, পরিযায়ী শ্রমিক, স্কিম ওয়ার্কার্স, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারি কর্মচারী, নিঃস্ব হয়ে যাওয়া কৃষকরা গণআন্দোলনের বিশ্বস্ত হাতিয়ার হিসেবে এই দলটির দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি চাইছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

অনুযায়ী আমরা যার যার দায়িত্ব নিয়ে ফিরে যাই এবং নিজে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য আপ্রাণ একক চেষ্টা করি তখন তা হল ইন্ডিভিজুয়াল। তা হলে কালেক্টিভ এবং ইন্ডিভিজুয়াল— এই দুটো পদ্ধতিকে মিলিয়ে আমাদের সংগ্রামকে পরিচালনা করতে হয়। এর কোনওটাকে নেগলেক্ট করলে চলবে না। আমি যদি আপন মনে কাজ করে যাই— বডিতে বসে ঠিক মতো ফাংশান না করি, ঠিক মতো রিপোর্ট না করি, রিপোর্ট করার পদ্ধতি ঠিক মতো না মানি, আলোচনা যাতে প্রিসাইজ (সুসংবদ্ধ) হয়, ফলপ্রসু হয় ও সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী হয় সেদিকে লক্ষ না রাখি, শুধু এন্ডলেস ডিসকাশন করি, শুধু নিজেকে ডিফেন্ড করে যাই, একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টে শিফট করি এবং এই ভাবে যদি আমি কমিটির আলোচনাকে একটা অকার্যকরী উদ্দেশ্যহীন ডিসকাশনে পর্যবসিত করি, তাহলে আমি কালেক্টিভ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বা কালেক্টিভের মধ্যে কোনও রোল প্লে করলাম না। ফলে এই সব বিষয়গুলি খেয়ালে রেখে প্রতিটি কমরেডের উপযুক্ত ভূমিকার ভিত্তিতে আমাদের বডি মিটিংগুলো পরিচালনা করতে হবে। জেনারেল বডি মিটিংগুলোও এই ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে।"

—সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে পরাস্ত করেই বিপ্লবী দলকে এগোতে হয়

শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

আসামে বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন

২৫ এপ্রিল গুয়াহাটির বিদ্যুৎ ভবনের সামনে বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন। বিদ্যুৎ গ্রাহকরা দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন নিয়ে পল্টন বাজার মেগামার্টের সামনে থেকে মিছিল করে বিদ্যুৎ ভবনের গেটে পৌঁছালে পুলিশ বাধা দেয়। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দাবি— গ্রাহক স্বার্থবিরোধী প্রিপেইড মিটার বাতিল করো, বিদ্যুতের বেসরকারিকরণের চক্রান্ত বন্ধ করো, প্রিপেইড মিটার চালু করে জনগণকে লুণ্ঠন করা চলবে না। বিক্ষোভ স্থলে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আহ্বায়ক অজয় আচার্য। তিনি বলেন, গ্রাহকদের মোবাইলে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার না বসালে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার হুমকির বার্তা পাঠিয়ে তা নিতে বাধ্য করছে এপিডিসিএল কর্তৃপক্ষ। অথচ এই স্মার্ট মিটার বসানোর আগে গ্রাহকদের সঙ্গে কোনও আলাপ-আলোচনা করা হয়নি। প্রিপেইড মিটার বসানোর পর অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুতের বিল আসার অভিযোগ উঠছে। বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের লক্ষ্যেই এই মিটার বসানো হচ্ছে, যা অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানানো হয়।

এপিডিসিএল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আহ্বায়ক অজয় আচার্য ও হিল্লোল ভট্টাচার্যের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকপত্র অসম বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগের অধ্যক্ষের কাছে পাঠানো হয়।

দিল্লিতে শরৎ-প্রেমচন্দ স্মারক লাইব্রেরি উদ্বোধন

দিল্লির কালকাজিতে ১৭ এপ্রিল এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে 'শরৎ-প্রেমচন্দ লাইব্রেরি'-র উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক নরেন্দ্র শর্মা।

উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুবোধ শর্মা এবং জামিয়ার ছাত্রনেতা বিধি, জে এন ইউয়ের ছাত্র নেতা রাজাশেখর, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা আদ্রিকা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করা হয়।

হরিয়ানায় মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ

ভিওয়ানি ঃ সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মুখে খাবার তুলে দিতে সামান্য ভাতার বিনিময়ে কঠোর পরিশ্রম করেন যে মিড ডে মিল কর্মীরা, হরিয়ানায় গত ছ'মাস ধরে সেই ভাতাটুকুও তাঁদের মিলছে না। চরম আর্থিক দুর্দশায় দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁদের। এর প্রতিবাদে এবং সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, প্রতি মাসে ২৮ হাজার টাকা বেতন ইত্যাদি দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত 'মিড ডে মিল কার্যকর্তা ইউনিয়ন হরিয়ানা'-র নেতৃত্বে কর্মীরা ২৭ এপ্রিল ভিওয়ানির সচিবালয় দফতরে বিক্ষোভ দেখান এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পাঠান। স্থানীয় নেহেরু পার্কে বিক্ষোভ সভা হয়। (ছবি) সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের জেলা প্রধান মীরা। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক রাজকুমার বাসিয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পঞ্চকুলা ঃ ২৫ এপ্রিল এআইইউটিইউসি অনুমোদিত হরিয়ানা মিড ডে মিল কার্যকর্তা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৭ সদস্যের প্রতিনিধিদল পঞ্চকুলায় বিভাগের অতিরিক্ত নির্দেশক ও জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে কর্মীদের অবিলম্বে ভাতা দেওয়ার দাবিতে স্মারকলিপি দেন। প্রশাসকদের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ আলোচনা হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, ৫ দিনের মধ্যে গোটা রাজ্যের ৩০ হাজার মিড ডে মিল কর্মী বকেয়া ভাতা পাবেন এবং এর পর থেকে তাঁরা প্রতি মাসে নিয়মিত ভাতা পাবেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য কমিটির সদস্য রাজকুমার বাসিয়া, ইউনিয়নের হরিয়ানা রাজ্য সহসভানেত্রী সুনীতা দেবী, সম্পাদক সুমিত্রা দেবী প্রমুখ।

ট্রাম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত একতরফা
প্রতিবাদ করছেন রুষ্ট নাগরিকরা

জনমতের কোনও তোয়াক্কা না করে কলকাতা শহর থেকে ট্রাম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ৫০টি রুটের মধ্যে মাত্র ৩টি রুটে গুটিকতক ট্রাম চলছে। ট্রাম ডিপোগুলিও বিক্রি করে দেওয়া হবে। এর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে কলকাতার রাস্তায় স্বাক্ষর সংগ্রহে নেমেছে এস ইউ সি আই (সি)।

ট্রাম বন্ধ হলে আমি আমার বাচ্চাকে স্কুলে দেওয়া-নেওয়া করব কী করে— ২৫ এপ্রিল হাতিবাগানে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে প্রচার চলাকালীন বললেন রেণুকা পাল। বললেন, এরকম একতরফা সিদ্ধান্তে সরকার ট্রাম তুলে দিতে পারে কি?

হাজরা মোড়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ

ট্রামে কম পয়সায় খুব আরামে নোনাপুকুর থেকে চাঁদনি চক দোকানে যাই। বেশি পয়সা দিয়ে প্রতিদিন অটোতে যাওয়াও সম্ভব নয়। ট্রাম তুলে দিলে আমরা বিপদে পড়ব— ওয়েলিংটন মোড়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহের ফর্মে সই দিয়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন মহম্মদ আসরাফ। তিনি পাড়ায় সই করানোর জন্য একটি ফর্মও নিয়ে গেলেন।

হাতিবাগান, ওয়েলিংটন, নোনাপুকুর, হাজরা,

ওয়েলিংটন মোড়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ

টালিগঞ্জ, খিদিরপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় দলের কর্মীরা যখন পথচারী এবং অফিস-কর্মচারীদের সই দিতে বললেন, তখন এ ধরনেরই অভিজ্ঞতা হল তাঁদের। সরকার বলছে— ট্রাম চান না বহু মানুষ! সই করতে আসা মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে কিন্তু তেমনটা আদৌ মনে হয়নি। অনেকেই বললেন, শিশু-বয়স্ক-অসুস্থদের জন্য ট্রামের মতো সুবিধার যান আর নেই। সরকারি বাস নেই বললেই চলে। টিকিটের কমিশনের ভিত্তিতে চলা বেসরকারি বাসগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় যাত্রীদের নামা-ওঠা যেমন ঝুঁকির হয়ে যায়, তেমনই যাত্রী তোলার জন্য সেগুলি কখনও এত ধীরে চলে যে যাত্রীদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। ভাড়াও বেশি। তাই বহুজাতিক সংস্থার হাতে ট্রাম কোম্পানির জমি বেচে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনের স্বাক্ষরপত্রে সই দিয়ে শুধু জোরালো প্রতিবাদই জানিয়ে যাননি তাঁরা, চিরদিনের লড়াকু এই দলের উপরই ভরসা রেখে এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন।

এর ব্যতিক্রম কি দেখা যায়নি? একজন পথচারী বললেন, জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে ট্রামের মতো ধীরগতির যান প্রয়োজন কী? স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁকে বললেন— বিশ্বে উন্নতমানের ৪০০টি শহরে ট্রামই গুরুত্বপূর্ণ গণপরিবহণ এবং এই দূষণমুক্ত যানে বহু সংখ্যক মানুষ যাতায়াত করেন। যদি এখানেও রাস্তার দু'দিকে বেআইনি পার্কিং বন্ধ করে বিভিন্ন রুটে বেশি সংখ্যায় ট্রাম চালানো হয়, তা হলে এমন নিরাপদ ও কম খরচের যান আর নেই। তখন তিনিও এই যুক্তি ফেলতে পারলেন না।

ট্রামকে মৃত্যুশয্যায় পাঠাতে তৃণমূল সরকার টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর জমি আবাসন কোম্পানিকে এবং গ্যালিফ স্ট্রিট, কালীঘাট ও খিদিরপুরে গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর সি ই এস সি-কে বেচে দিয়েছে। অন্যান্য রুটগুলিতেও শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ট্রামগুলিকে বসিয়ে রেখেছে, কোথাও ট্রাম রুট পিচ দিয়ে ঢালাই করে দিয়েছে। অর্থাৎ ট্রাম তুলতে সিপিএম সরকারের মতো তৃণমূল সরকারও বদ্ধপরিকর।

কলকাতা শহরের দেড়শো বছরের ঐতিহ্যবাহী সাথী ট্রাম তুলতে সরকারের যুক্তি, রাস্তায় জ্যাম হয়। কলকাতার ব্যস্ত রাস্তায় চলা পথচারীরা জানেন, ট্রাম নির্দিষ্ট লাইনে চলে। তার জন্য জ্যাম হয় না। রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাটাডোর, প্রাইভেট কার, ঠেলা রিক্সা, অটো— যেগুলির থেকে পুলিশ-প্রশাসন মোটা টাকার কমিশন নেয়, সেগুলিই কার্যত রাস্তাকে অলিখিত গ্যারেজে পরিণত করেছে। এ জন্যই জ্যাম, যা চাইলে সরকারই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই সরকারের এই প্রতারণামূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ সই করছেন। সরকারকে এই জনবিরোধী নীতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করার জন্য প্রতিবাদ-আন্দোলনই একমাত্র রাস্তা— সে কথাই তুলে ধরছেন এস ইউ সি আই (সি) দলের কর্মীরা।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com